দৈনিক বাংলা

14 OCT 19[illegible]

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

1

ইউনানী আয়ুর্বেদ কলেজ এ বছর চালু হচ্ছে না

॥ আহমেদ নূরে আলম ॥

রাজধানীতে একশো বেডের ইউনানী ও আয়ুর্বেদী কলেজ ও হাসপাতালটি এ বছরও চালু হচ্ছে না।

নীতি নির্ধারণে ও বাস্তবায়নে এক শ্রেণীর কর্মকর্তার সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়ে মিরপুরে ইউনানী ও আয়ুর্বেদী

৫-এর পৃঃ ৫ঃ

এ বছর চালু হচ্ছে না

(প্রথম পৃঃ পর)

চিকিৎসা কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পটি অসমাপ্ত অবস্থায় দশম বছরে পা দিতে যাচ্ছে।

৮১ সালে গৃহীত প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৯ কোটি টাকা। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা প্রতিবন্ধকতায় ধীর গতিতে কাজ চলায় ফলে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে ২০ কোটি টাকাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যাশিত হাসপাতাল ও কলেজটি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে চালু হচ্ছে না। কলেজটির ক্লাস অবশ্য এ বছরই চালু করা যেত। ভর্তির জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আবেদনপত্রও আহবান করা হয়েছিল। কিন্তু লালফিতায় ভর্তির কর্মসূচীও বন্দী হয়ে পড়ায় এ বছর থেকে ক্লাস শুরু করা যাচ্ছে না।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রে জানা গেছে, কলেজ ভবনের নির্মাণের কাজে অগ্রগতি হলেও পরিকল্পনায় ত্রুটি ধরা পড়েছে। ফলে নতুন করে নতুন ভবনেরই সংস্কার করতে হচ্ছে। পরিকল্পনা ত্রুটির মধ্যে রয়েছে চারতলা কলেজ ভবনের নীচ তলায় ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য মাত্র একটি টয়লেট। এখন প্রতি তলায় একটি করে টয়লেট হচ্ছে। অপারেশন থিয়েটার তৈরি হয়েছে। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ আনুষঙ্গিক কক্ষ নেই। উল্লেখ্য কলেজ ও হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি দিচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

প্রকল্পের একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে আগামী বছর থেকে কলেজের ক্লাশ শুরুর চেষ্টা চলছে। হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজও আগামী বছর আরম্ভ হতে পারে। তবে হাসপাতালের আউটডোরটি এ বছর থেকেই চালু হবে। উল্লেখ্য কলেজ ও হাসপাতালে অধ্যাপনা ও চিকিৎসায় পাকিস্তানের হামদর্দ বিখ্যাত ইউনানী অধ্যাপক ও চিকিৎসক দিয়ে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইউনানী ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা, শিক্ষা ও গবেষণায় ভারতেও অনেকখানি অগ্রগতি ঘটেছে গত এক দশকে।

সনাতন চিকিৎসায় নয়াচীনের ব্যাপক সাফল্যের নিরিখে বর্তমান দশকের শুরুতে বিশ্বব্যাপী সনাতন চিকিৎসা শাস্ত্র, শিক্ষা গবেষণা ও আধুনিকীকরণের যে জোয়ার বয়, বাংলাদেশও তাতে সাড়া দেয়। এরই প্রেক্ষাপটে রাজধানীর মিরপুরের ১৩ নম্বর সেকশনে ৬ একর জমির ওপর একনেক ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদী ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রকল্প অনুমোদন করে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের জন্য তিন একর জমি দেয়া হয়েছে। বাকী তিন একর জমি অন্য একটি প্রকল্পকে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। এই তিন একর জমি চিকিৎসার প্রয়োজনে গাছগাছড়া ও লতাগুল্ম চাষের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার কথা।